দৈনিক খবর

তারিখ 09 AUG 1989
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

84

শিক্ষকও ভুয়া !

রাজবাড়ী ঃ পাংশা উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোতে চাকরিরত ৮ জন ভুয়া শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পর পুলিশ সম্প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামে একজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। ইতিপূর্বে রাজবাড়ী জেলা শিক্ষা অফিসার ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। আরো ৫ জন ভুয়া শিক্ষকের নামেও অভিযোগ করা হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাইমারী স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদে চাকরির বদলী আদেশ নিয়ে এসে গত বছরের শেষ দিকে বেশ কয়েকজন শিক্ষক/শিক্ষিকা পাংশা উপজেলার বিভিন্ন প্রাইমারী স্কুলসমূহে চাকরি শুরু করে। এদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বদলী আদেশ নিয়ে ১লা ডিসেম্বর '৮৮ শিকজান সরকারী প্রাইমারী স্কুলে কাজে যোগ দেয়। তার সার্ভিস বুক-এ সে কুমিল্লা জেলা সদরের শমসেরপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুল থেকে বদলী হয়ে আসে এবং ঐ স্কুলেই ৭ই এপ্রিল '৮৮ চাকরিতে যোগ দেয় বলে জানায়। সেখ মোঃ আবদুল আজিজ নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সেলিমাবাদ সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ৩রা জানুয়ারী '৮৭ চাকরি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বদলী আদেশ নিয়ে ২২শে নভেম্বর '৮৮ পাংশ উপজেলার দামুকদিয়া সরকারী প্রাইমারী স্কুলে এসে চাকরি শুরু করে। নিভারাণী কর্মকার লক্ষ্মীপুর জেলা সদরের ইউসুফপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ৪ঠা এপ্রিল '৮৪তে চাকরি শুরু করে বদলী নিয়ে ১৩ই ডিসেম্বর '৮৮তে পাংশা গোপালপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুলে এসে শিক্ষকতা করতে থাকেন।

জানা যায়, জেলা প্রাইমারী শিক্ষা অফিসার গত ৩১শে ডিসেম্বর '৮৯ পাংশা উপজেলা পরিদর্শনকালে এসব শিক্ষকের প্রতি সন্দেহ হলে তাদের 'সার্ভিস বুক' পরীক্ষা করে ৮ই ফেব্রুয়ারী চূড়ান্ত তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঐসব শিক্ষককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেন। ঐ দিন এসব শিক্ষক উপস্থিত না হলে তাদের অনুপস্থিতিতে তদন্ত শুরু হয় এবং উপজেলা প্রাঃ শিক্ষা অফিসে প্রাপ্ত তাদের "সার্ভিস বুক", বদলী পত্র ও অন্যান্য চাকরির কাগজপত্র সীজ করে উপ-পরিচালকের কাছে পাঠানো হয়। উপ-পরিচালক ঐ ৩ জন শিক্ষকের চাকরির কাগজপত্র ও বদলীর আদেশ সম্পূর্ণ জাল বলে প্রমাণ করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী বিধিমতে ব্যবস্থা নিতে বলেন। জেলা প্রাইমারী শিক্ষা অফিসার ঐ ৩ জন ভুয়া শিক্ষককে আসামী করে গত ২৯শে এপ্রিল পাংশা থানায় মামলা দায়ের করেন। আরো ৫ জন শিক্ষকের চাকরির ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে। এরা হচ্ছে— হালিমা খাতুন (বনগ্রাম সঃ প্রাঃ স্কুল), মোকছেদ আলী (জৌকুড়ী সঃ প্রাঃ স্কুল), শামীমা আক্তার (হাটি বনগ্রাম সঃ প্রাঃ স্কুল), জিতেন্দ্রনাথ সরকার (পাটিকাবাড়ি সঃ প্রাঃ স্কুল)। মামলাটি বর্তমানে পাংশা উপজেলা কোর্টে (জি, আর ২২/৮৯) বিচারাধীন রয়েছে। ভুয়া শিক্ষকদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। গত ২৮শে জুলাই পুলিশ মামলার ১নং আসামী ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে তার নিজ বাড়ী খোকসা থেকে গ্রেফতার করে, বাকীরা পলাতক।

উল্লেখ্য, ঘটনার পর থেকে পাংশা উপজেলা প্রাঃ শিক্ষা অফিসার ছুটির নাম করে উধাও হয়ে রয়েছেন। জেলা প্রাঃ শিক্ষা অফিসার ইতিমধ্যে টেলিফোনে এক প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করেন,

৩-এর পাতায় দেখুন